ইন্টারনেটে সার্চ করার ক্ষেত্রে 'গুগল' আমাদের দেশের নেটিজেনদের কাছে একটি অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় নাম। গুগল যদি বাংলায় সার্চ করা যেতো কিংবা বাংলা ভাষায় তৈরী সাইটগুলো যদি গুগলে সার্চ করা যেত- তবে তা নিঃসন্দেহে সবার জন্য আনন্দিত হবার মতো একটি ব্যাপার হতো। কিন্তু বাংলায় সার্চ করতে চাইলে আমাদের প্রয়োজন একটি শতভাগ ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা কী বোর্ড যা আমাদের দেশে হাতেগোনা-এর বিকল্প বাংলা সাইট তৈরীর কাজ করছে বিডিকম সফটওয়্যার।

বাংলা ফোনেটিক সফটওয়্যার বংশী কিংবা বাংলায় চ্যাটিং সফটওয়্যার বিআইআরসি তৈরী করে ইতোমধ্যেই বিডিকম বাংলা কম্পিউটিংয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। আপাতত বংশীর সাইটেই একটি আলাদা স্থানে সংরক্ষিত আছে বাংলা গুগল। XML ও জাভাস্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে তৈরী করা এই সাইটটির মূল আকর্ষণ হলো, এতে বাংলায় সার্চের জন্য কোন বাড়তি কী বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। নেই বাড়তি কোন ফন্টেরও প্রয়োজন। শুধু সাইটটিতে গিয়ে যে কোন বাংলা শব্দ লিখে সার্চ দিলেই হবে। তবে টাইপিংয়ের জন্য বাংলা গুগল যে কী বোর্ড লে-আউট ব্যবহার করে বিজয় কী বোর্ড লে আউটের কাছাকাছি এবং ইউনিকোড ভিত্তিক। মূলত 'বায়োস' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তৈরী 'বাংলা লিনাক্স'-এ ব্যবহৃত 'ইউনিবাংলা' কী বোর্ড লে-আউটই ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা গুগলে। বাংলা গুগল সাইটে কী বোর্ড লে-আউটের লিংক থাকার ফলে কাউকেই এ নিয়ে কোন সমস্যা পোহাতে হবে না। বাংলা গুগলের আরেকটি বড় সুবিধা হলো যে, এটি মূল গুগলে সংরক্ষিত যেকোন ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা পেজ সার্চ করতে পারে। মূলত গুগলে ইউনিকোড সাপোর্ট যুক্ত করার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া বাংলা গুগলের আরেকটি বড় সুবিধা হলো-এটিতে একই সাথে বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষাতেই সার্চ করা সম্ভব।

নেপথ্যের কারিগর যারা

বাংলা গুগলের চারজন নেপথ্য কারিগরের দু'জন হলেন বায়োসের সদস্য ইশতিয়াক ও ফাহিম। তাদের উদ্যোগে শুরু হয় কাজটি। ইউনিবাংলা কী বোর্ড ছাড়াও ইশতিয়াক তৈরী করেন বাংলা গুগলের লোগো। তবে সাইটটির মূল ডেভেলপমেন্ট করেন বিডিকম সফটওয়্যারের প্রজেক্ট ম্যানেজার রাহাত আইয়ুব। গুগলের বিভিন্ন মেসেজের প্রাথমিক অনুবাদও করেন তিনি। প্রাথমিকভাবে সাইটটিতে ইংরেজি অক্ষরে বাংলা ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে সম্পূর্ণ বাংলাতেই সাইটটি তৈরীর কাজ চলছে। আর বাংলা মেসেজ লেখার দায়িত্বে আছেন তরুণ আইটি সাংবাদিক মারুফ হোসেন।

নেপথ্যের চার তরুণ

রাহাত আইয়ুব | ফাহিম | ইসতিয়াক আইয়ুব | মারুফ হোসেন

সার্চ করতে হলে

বাংলা গুগলে সার্চ করতে চাইলে প্রথমেই যেতে হবে বাংলা গুগলের সাইটে www.bangshee.com/ banglagoogle এরপর নির্ধারিত টেক্সট বক্সে বাংলা বা ইংরেজিতে কাঙ্ক্ষিত শব্দ লিখে 'গুগল অনুসন্ধান' বাটনে ক্লিক করলেই পেয়ে যাবেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য। সাইটটির ডিফল্ট ভাষা বাংলা। তাই ইংরেজিতে সার্চ করতে চাইলে কী বোর্ড বদলে ইংরেজি করে নিতে হবে। আর কী বোর্ড বাংলা থেকে ইংরেজি কিংবা ইংরেজি থেকে বাংলা করতে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে F2। এই সাইটটিতে শুধু যে বাংলায় লেখা যায় তা-ই নয়, বরং এর সমস্ত মেসেজ এবং নির্দেশনাও বাংলাতেই দেয়া। এমনকি গুগলের বহু পরিচিত লোগোটি পর্যন্ত।

বাংলায় পেজ সাবমিট করা

গুগলে বাংলা পেজ বা সাইট সাবমিট করতে চাইলে অবশ্যই সে সাইটটি ইউনিকোর্ডভিত্তিক হতে হবে। পেজটির লিঙ্ক কপি করে বাংলা গুগলের 'submit page' অংশে দিয়ে দিলেই সাবমিট হয়ে যাবে। মূলত ইন্টারনেটকে মানুষের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যেই এই সাইটটি তৈরী করা। এতে দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়বে বলেও তারা মনে করেন। সরাসরি বায়োসের প্রকল্প না হলেও প্রকল্পটির সাথে জড়িত সবাই বায়োসের সাথে জড়িত। ইউনিকোর্ড স্ট্যান্ডার্ড মেনে চলার ফলেই এই সাইটটি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে বলে তারা জানান। বাংলা গুগলের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলতে ইতিমধ্যেই www.google.com.bd ডোমেইন গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এর কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে পরিচালিত হবে। তবে, প্রচলিত ব্রাউজারগুলোর মধ্যে একমাত্র ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ৬ শতভাগ ইউনিকোর্ড সাপোর্ট করে বলে নেটস্কেপ নেভিগেটর, অপেরা ও আরমোজিলার ব্যবহারকারীদের সামান্য দুর্ভোগ পোহাতে হবে সাইটটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তবে সার্বিকভাবে সাইটটি তৈরীর জন্য বিডিকম অবশ্যই সাধুবাদ পাবার জন্য। পাঠকরা চাইলে একবার ঢুঁ মেরে আসতে পারেন। যাবেন নাকি এখনই!

❑ **শামীমা আক্তার**

জেনে নিন

বিট, বাইট, কিলো, মেগা এবং গিগা

কম্পিউটারের অনেক হার্ডওয়্যারের ক্ষমতাকে মেগাবাইট, গিগাবাইট ইত্যাদি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কম্পিউটারের এই গণনার সবচেয়ে প্রাথমিক একক হলো বিট। একটি বিট হতে পারে ১ বা ০ যা কম্পিউটারের বিদ্যুতিক সিগনাল অন-অফ, সত্য অথবা মিথ্যা, হ্যাঁ অথবা না ইত্যাদি অবস্থার নির্দেশক। বিটই হলো সব তথ্যের গাঠনিক একক। বিট আবার বড় এমকক গঠন করে যা হলো বাইট, কিলোবাইট, মেগাবাইট, গিগাবাইট ইত্যাদি। ৮ বিটে হয় এক বাইট। ১০২৪ বাইটে হয় ১ কিলোবাইট এবং ১০,৪৮৫৭৬ বাইটে হয় ১ মেগাবাইট। আর ১ বিলিয়ন বাইটে বা ১০০০ মেগাবাইটে হয় এক গিগাবাইট। এক ফ্লপির ক্যাপাসিটি ১.৪৪ মেগাবাইট যা প্রায় ১,৪০,০০০ কী-বোর্ড ক্যারেক্টরকে ধারন করতে পারে।

মেগাহার্জ

হার্জের মাধ্যমে ফ্রিকুয়েন্সি মাপা হয়। ১ হার্জ ফ্রিকুয়েন্সি অর্থ হলো প্রতি সেকেন্ডে ১ সাইকেল বা পুনরাবৃত্তি। কিলোহার্জ (KHz) মানে হাজার সাইকেল পার সেকেন্ড, মেগাহার্জ (MHz) মানে বিলিয়ন সাইকেল পার সেকেন্ড। এবং গিগাহার্জ (GHz) মানে বিলিয়ন সাইকেল পার সেকেন্ড। কম্পিউটারের প্রসেসরে থাকে একটি রিপিটিটিভ ক্লক সার্কিট যা সিপিইউর সার্কিটে। ক্রমাগত পালস বা স্পন্দন পাঠাতে থাকে।

প্রযুক্তি ও প্রকৃতির সহাবস্থান

ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ের একটি সাইবার ক্যাফের সামনে ফুল বিক্রেতাদের দেখা যাচ্ছে। এ ধরনের সাইবার ক্যাফেগুলোতে রয়েছে এডিএসএল লাইন, যার মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সার্ভিস পাওয়া যায়। আর এ কারণে এক মিলিয়নেরও বেশী ভিয়েতনামী সাইবার ক্যাফের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন।